Released 5-10-1956

পুত্রবধূ

সানরাইজ ফিল্মসের নিবেদন

পুত্রবধূ

পরিচালনা : চিত্ত বসু ★ কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সলীল সেনগুপ্ত
সঙ্গীত পরিচালনা : রাজেন সরকার ★ গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন

●

চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধীর খান

নৃত্য-পরিচালক : বিনয় ঘোষ
ব্যবস্থাপক : তারক পাল
রূপ-সজ্জাকর : বসির আমেদ
দৃশ্য-সজ্জাকর : জগবন্ধু সাউ

॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : বিশু দাশগুপ্ত ॥

●

॥ সহকারীগণ ॥

পরিচালনায় : বুল্টু পালিত
চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক
শব্দধারণে : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু

সঙ্গীত-পরিচালনায় : বিজন পাল
রূপ-সজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল
সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ

আলোক নিয়ন্ত্রণ ক'রেছেন : সুধাংশু ঘোষ
শম্ভু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য দাশ

●

চিত্র-পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ

স্থির-চিত্রগ্রহণ : স্যাংগ্রিলা (এডনা লরেঞ্জ)

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পলি ক্লিনিক ॥

●

পরিবেশক : নন্দন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ
৬৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

রূপায়ণে ঃ

উত্তমকুমার,

মালা সিন্‌হা,

ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী

সবিতা চ্যাটার্জ্জি,

★

শুভেন মুখার্জ্জি, আশীষ

মুখার্জ্জি. জীবেন বসু,

মীরা রায়, অনুপকুমার,

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য,

মৃণাল ঘোষ.

উজ্জ্বলকুমার.

মাঃ বিভু,

ছবি রায়

★

পারুলডাঙ্গার হারাধন মুখুজ্যের বিধবা পত্নী ভবানী সংসারের অনেক স্নেহান্ধা জননীরই একজন একমাত্র ছেলে দিলীপ তাঁর নয়নের মণি। এখন কলকাতায় বড় চাকরী করে। কন্যা মায়া আর পালিতা মেয়ে সীতাকে নিয়ে ভবানী এখানেই থাকেন। মায়ার বিয়েও স্থির হয়ে রয়েছে দিলীপের বন্ধু নরেনের সঙ্গে।

ছুটি ছাটায় দিলীপ ছুটে আসে মার কাছে। মাকে ছেড়ে সে বেশীদিন থাকতে পারে না। তা' ছাড়া এখানেও সে দেশের একজন, সবার প্রিয়। এ অঞ্চলের চাষীদের জন্যে একটা স্কুলও চালাচ্ছে সে।

নির্বিঘ্ন শান্তিতেই পারুলডাঙ্গার দিন কাটছিল। কিন্তু ব্যাঘাত ঘটলো যেদিন নানা দেশ ঘুরে রায় বাহাদুর তারিণী বাঁড়ুয্যে তাঁর একমাত্র পৌত্রী শুক্লাকে নিয়ে এখানেই বাসা বাঁধলেন। শুক্লা বিদুষী, সুন্দরী। স্থানীয় অনেক যুবকই তার আকর্ষণে পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হলো। এমন কি মায়ার বাগদত্ত নরেনও। ভবানীর মন শুক্লার বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো।

আসলে শুক্লাকে চিনতে সবাই ভুল করেছিলো। অসার স্তাবকরা নয়—সে ছিল এমন একজনের প্রতীক্ষায় যে চরিত্রের ঔদার্য্য ও বলিষ্ঠতায় তার যোগ্য হবে। দিলীপের নাম-ডাক তার কৌতূহল জাগিয়ে তুললো। এমনি সময়ে স্কুল ভালো চলছে না ব'লে দিলীপ চাকরী ছেড়ে মার কাছে ফিরে এলো। শুক্লার সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনলো সে। সেও কম কৌতূহলী হলো না......

এবং বিচিত্র এক পরিস্থিতিতে একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পৌঁছুতেও তাই দেরী হলো না। ভবানী ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ্য করেন ছেলে ক্রমেই তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আজকাল যেন বাইরে বাইরেই কাটায়। আগের মতো তাঁর কাছে'কাছে থাকে না। যখন তখন আর আদর আবদার করে না। তবুও তিনি সব স'য়েই ছিলেন—কিন্তু সেদিন তাঁর ক্ষোভের সীমা রইলো না—যেদিন দিলীপ জানলো শুক্লাকে সে বিয়ে করবে।

মায়া সান্ত্বনা দিয়ে বললো—দাদার বিয়ে তো তোমায় দিতেই হবে মা! ভবানী বল্লেন—আমি দেখে বিয়ে দিলে আমার ছেলে আমারই থাকবে। শুক্লা দিলীপকে বললে—মা যদি আমায় গ্রহণ না করেন তো লোকে বলবে বৌ-এর জন্যে তুমি মাকে ছেড়েছো......

দিলীপ ভাবে—এ প্রশ্নের মীমাংসা অতীতে কোনোদিনই হয়নি, আজ হবে কি?

গান

(১)

শুক্লার গান—

মন কি যে চায় এ মন না জানে—
আজ কাকলী কূজনে একি দোলা জাগে প্রাণে !
ঐ নীল আকাশের মায়া আমারে ডাকে
আমার এ আঁখিছায়ে কাজল আঁকে—
আজ গোপনে দখিনা কি যে বলে কানে কানে ॥
ঐ পথ হারানো ভ্রমর আজি বাজালো বাঁশী
ছড়ালো প্রাণে যেন ফুলের হাসি—
হায় জানি না তো আমি কি যে খুঁজি গানে গানে ॥

— কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

(২)

সমবেত সঙ্গীত—

ভাদু লো রাজার কন্যা -
পঞ্চফুলের মালা সবাই গেঁথেছি তোর জন্য,
ও রাজার কন্যা !
ভাদু লো তোর গলার ঐ চাঁপার মালা যার গলেতে যাবে
সেই মালার গুণে মনের মত বর খুঁজে সে পাবে—
বর খুঁজে সে পাবে, ও রাজার কন্যা, ভাদু লো রাজার কন্যা—
পঞ্চফুলের মালা সবাই গেঁথেছি তোর জন্য ॥
ভাদু তুই রাজার মেয়ে পীরিতি করবালো কার সনে
ভাদুর যুগ্যি বর বুঝি বা নাইরে ত্রিভুবনে !
ভাদু লো রাজার কন্যা—পঞ্চফুলের মালা সবাই গেঁথেছি তোর জন্য ॥

ভাদু তো সামান্য বিটি নয় গো—
বর খুঁজিতে অজয় নদী হেঁটে সে পার হয় গো!
ভাদু তুই রাজার মেয়ে শাঁখা সিঁদুর প'রে
তুই যাবি স্বামীর ঘরে—
সেই ভেবে ভেবে মন আমার কেমন কেমন করে!
ভাদু লো রাজার কন্যা—
পদ্মফুলের মালা সবাই গেঁথেছি তোর জন্য ॥
শোন লো যত দখিন পাড়ার আইবুড়ো মেয়ে
তোর মিটবে আশা আজ নিশীথে ভাদুর কৃপা পেয়ে!
কুমারী কন্যা যদি মনে মনে আজকে কিছু চায়
ভাদুর দয়ায় তার মনের আশা সফল হয়ে যায়—
গো সফল হয়ে যায় ॥

পুরুষ-কণ্ঠ : মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত
স্ত্রী-কণ্ঠ : সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা ব্যানার্জ্জী,
আলপনা ব্যানার্জ্জী

(৩)

ওস্তাদের গান—

ব্যথা না পাওয়ার ব্যথার কত যে জ্বালা
সেই শুধু বোঝে জীবনে যাহার আসেনি কাঁদার পালা!
যে প্রেম আছে সিংহাসনে সে কেন কাঁদে সঙ্গোপনে
মিলন লগনে বঁধুর কণ্ঠে অভিমানে হাসে মালা ॥
নিশীথ রাতে যে আলেয়া ঐ প্রদীপ জ্বালায়ে রাখে
নিজের বেদনা জানাতে সে শুধু পথিকেরে কাছে ডাকে।
যে নদী হারায় পথের দিশা সে কিগো বোঝে মরুর তৃষা
ধূপ জানে তার কি যে ব্যথা তার তবুও সুরভি ঢালা ॥

—কণ্ঠ : মান্না দে

শ্রীচিত্রমের নিবেদন

অভয়ের বিয়ে

প্রযোজনা · খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী · ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত

চিত্রনাট্য · জ্যোতির্ময় রায়

পরিচালনা · সুকুমার দাসগুপ্ত

সুর · রবীন চ্যাটার্জি

শ্রেষ্ঠাংশে · উত্তমকুমার · অরুন্ধতী

নন্দন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ, (৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩) কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১।এ, ঠাকুর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।